182 Cd. 910. 8.

শাহাজলাল।

বা

শ্রীহট্টে মুসলমান।

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব, বি, এ।
রায়নগর, শ্রীহট্ট।

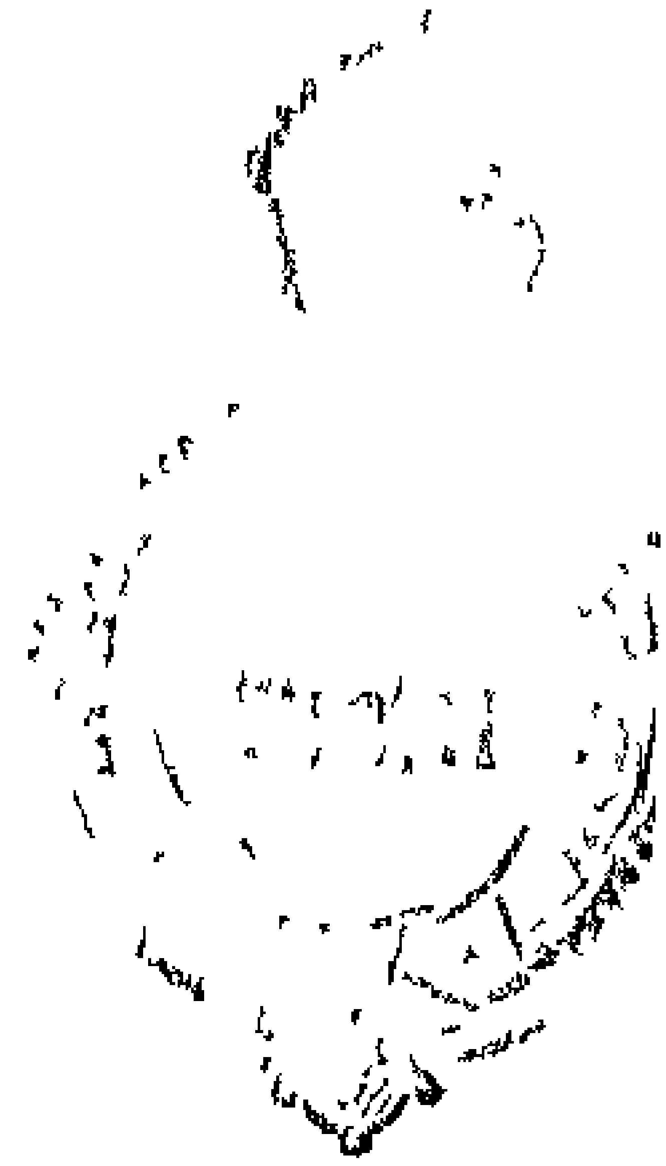

প্রকাশক

শ্রীশশিভূষণ দাস, শিক্ষক,
রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল,
শ্রীহট্ট।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

Printed by G K. Chcudhuri, Dina Nath Press, Sylhet.

নিবেদন।

হজরত শাহজলাল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেকে অনেক পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু শাহজলাল কোন্ সময়ে শ্রীহট্টে আগমন করেন, এইবিষয়ে তর্ক করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ এযাবত কিছু মনে স্থির করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাহজলাল সম্বন্ধে যত পুস্তিকা ও প্রবন্ধ আজ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, তাহার সমালোচনা করিয়া কিছুদিন হইল 'মৈত্রী' পত্রিকায় আমি কয়েকটী প্রবন্ধ লিখি। শিলালিপি ও অনেক প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে আমি ঐ সকল প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, শাহজলাল ১৩৫৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টে আগমন করেন। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি,—জানিনা। অনেক

হিতৈষী বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে মৈত্রীর প্রবন্ধগুলির বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক শ্রীহট্টের এই অতীত অধ্যায়ের পুনর্মুদ্রণে অগ্রসর হইলাম। আমি সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন ব্রতী। আশা করি, সহৃদয় পাঠক ভুল-ভ্রান্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক এই নূতন পথে আমাকে উৎসাহিত করিবেন দেশবাসীর সস্নেহ উৎসাহ এই দীন দরিদ্র যুবকের একমাত্র সম্বল।

রায়নগর, শ্রীহট্ট,
১লা ভাদ্র, ১৩১৭ বাং

বিনীত
শ্রীরজনীরঞ্জন দেব।

শাহাজলাল।

যাদুমন্ত্রের তদানীন্তন অন্যতম লীলাভূমি শ্রীহট্ট প্রদেশে হজরত শাহাজলাল মুসলমান ধর্ম্ম ও শাসন সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া একটা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কিন্তু এই কাহিনী এতই প্রহেলিকাময় ও অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ যে হজরত কোন্ সময়ে ও কি অভিপ্রায়ে শ্রীহট্টে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা যথাযথ নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। প্রাচ্যভূমিতেই হোক্, আর পাশ্চাত্য দেশেই হোক্, মানব প্রবৃত্তি ও মানবের ভাব-স্রোত চিরকালই সাধকের জীবনকে সাধারণ মানুষের জীবন হইতে উচ্চতর স্তরে স্থাপন করিয়া অলোকসামান্য গুণগ্রামে বিভূষিত দেখিতে চায়, এবং পুণ্যাত্মাদের কার্য্যকলাপ সম্প্রদায়বিশেষের পূজিত মহাপুরুষের

নামে স্বল্পবিস্তর সংযুক্ত করিয়া গবেষণার পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া ফেলে। শাহজলালের কাহিনী ও এইরূপে ভক্তের সমাজে পড়িয়া ঐতিহাসিক ভাবে যে অনেকটা অসম্ভব হইয়া না উঠিয়াছে,—এমন নহে।

শাহজলাল "শ্রীহট্ট বিজয়ী" ও শ্রীহট্টের "সাধক গুরু" (Patron Saint) এক পঞ্চাশত পীঠ স্থানের অন্যতম পীঠস্থান স্বরূপে, সদানন্দ ভৈরব ও মহালক্ষ্মী দেবীর হাট রূপে শ্রীহট্ট সহর (১) একদিকে যেমন হিন্দুর নিকটে পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, শাহজলালের সমাধিমন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীহট্ট সহর অপর দিকে সমস্ত সভ্য মুসলমান জগতের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। শাহজলাল হজরত,

---

(১) শ্রীহট্ট সহরের দেড় মাইল দূরে পীঠস্থানের পুনরুদ্ধার হইয়াছে

মহাপুরুষ, —সুদূর পারস্য ও মিশর দেশ হইতে বহুযাত্রী তাঁহার সমাধি মন্দির দেখিবার জন্য আসিয়াছেন শাহ জালাল শুধু মুসলমানেরই পূজ্য নহেন প্রথম ইংরেজ গভর্ণর লিণ্ডসে (Lindsay) সাহেব ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে যখন শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন, তখন খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাকে নগ্নপদে শাহজালালের সমাধি মন্দিরে গিয়া পিরের সিন্নি দিতে হইয়াছিল (২)। হিন্দুরাও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নামে "চেরাগী" দিয়া থাকেন মহম্মদের ও শিবের নামে যে অনেক উপকথা পল্লিগ্রামে প্রচলিত আছে, অপরাপর অনেক আউলিয়া বাবার নাম বিভিন্ন দেশে হিন্দুরা যেমন সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন, শাহজালালের পবিত্র নামের সহিত ও এইরূপ অনেক গল্প সংশ্লিষ্ট হইয়া নামটি হিন্দুর নিকটেও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

(2) Vide: Lives Of Lindsays Vol III

গাঁজাখোরদিগের [illegible] হাদেবের নামে কল্কি-উৎসর্গ করিবার প্রথা এখনও অনেক জায়গায় প্রচলিত আছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শাহ-জলালকে ও শিবের এক সঙ্গে গঞ্জিকার অগ্রভাগ গ্রহণ করিতে আবাহন করা হইত (৩)। কিন্তু এইরূপ লোকপ্রিয় প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমরা অতি অল্প ঐতিহাসিক তথ্যই অবগত আছি।

গ্রন্থাদি।

প্রামাণিক মূল ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংখ্যা বিষয়ের গুরুত্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে

(৩) ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ওয়াইজ সাহেব লিখিয়াছেন,
Shah Jelal is still invoked in the song:
জো বিশ্বেশ্বর লাল,
তিনলাখ পির শাহাজলাল,
একবার হুবাবা জগন্নাথজিকো পিয়ারা,
খানেকো দুধ ভাত বাজানেকো দোতারা।
J. A. S B 1873 Part I

খুব অল্প বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্টে প্রচলিত হজরত সম্বন্ধীয় নানারূপ অলৌকিক কাহিনী ও দুই এক খানি মাত্র গ্রন্থ এই বিষয়ে আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ আলোক প্রদান করিতেছে।

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব বলেন যে, ১১২৮ হিঃ অব্দে ফেরখশিয়ারের রাজত্ব কালে "রৌজেতস্ সালাতীন্" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ইহার রচয়িতা কে জানা যায় নাই (৪)। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত

---

(৪) ওয়াইজ সাহেবের এই ধারণা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। "রৌজেতস সালাতীন" জর্জ উড্নি সাহেবের আদেশে প্রায় ১১৯৮—৯৯ হিঃ অব্দে [১৭৮৪ ৭ খৃ অব্দে] গোলাম হোসেন খাঁ রচনা করেন (Vide: Modern Review, 1907)। বোধ হয় পুস্তকখানির নাম Rauzat-el-Safa হইবে, ইহা মীরখন্দ লিখিত সাত খণ্ডে সমাপ্ত পারস্য দেশের ইতিহাস (৯ Lee's Ibr British, Pref c xii) গ্রন্থ শ্রীহট্ট মৌলবী বাজারের অন্তঃপাতী তারা খাঁ গ্রামে [illegible] শাহ জেলালুদ্দীন সাহেবের বংশধরগণ অদ্যাপি জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের বংশে কেহ কোনও [illegible] প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায় না।

রহিয়াছে বটে, কিন্তু ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টের মুন্সিফ নসিরুদ্দীন হায়দর "সুহেল-ই-এমন্" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন, ওয়াটর্স সাহেব ইংরেজীতে ইহার সারাংশ প্রচার করিয়াছেন উক্ত মূল ফারসী গ্রন্থে লিখিত আছে যে শাহজলালের অনুচর নার্ণোলবাসী হাজিয়ুদ্দীনের বংশে গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহজলালের বর্ণনা সম্বলিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

১১৩৪ হিঃ অব্দে মহম্মদশাহ যখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন, তখন মুর্শিদাবাদের জাফর আলিখাঁর (ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলিখাঁর) অনুরোধে শ্রীহট্ট-বাসী মুসলমান পণ্ডিত মুহিউদ্দীন খাদিম শাহ-জলালের কীর্ত্তিকাহিনী সম্বলিত শ্রীহট্টের একখানি 'রিছালা' প্রণয়ণ করেন (৫

(৫ গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে অপাপ্য। এসিয়াটিক সোসাইটীর Ca[illegible] of Persian Manuscripts এ ইহার কোন উল্লেখ নাই।

উল্লিখিত পুস্তক দুই খানি অবলম্বন করিয়া "সুহেল্-ই এমন্" গ্রন্থ প্রণীত হয়। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ইলাহিবক্স মুসলমানী বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ লিখেন; এবং ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে ডাক্তার ওয়াইজ্ উক্ত গ্রন্থের একটী ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশ করেন আসামের ইতিহাস প্রণেতা গেইট্ (Gait) সাহেব ও শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটার সম্পাদক এলেন্ (B. C. Allen) সাহেব শাহজলাল বিষয়ে ওয়াইজ্ সাহেবেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "শ্রীহট্টে শাহাজলাল" ও "শ্রীহট্ট নূর" নামে উক্ত গ্রন্থের দুই খানি বাঙ্গালা ও "তারিখ্-ই-জালালী" নামে এক খানি উর্দ্দু তর্জ্জমা—শ্রীহট্ট জিলায় প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ১৩১১ ও ১৩১২ বাংলার "প্রদীপ" পত্রে শাহজলাল সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

১৮৪০ খৃঃ অব্দে কাপ্তান ফিসার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে, ও কর্ণেল ইয়ুল ১৮৬৬ খৃঃঅব্দে স্বপ্রণীত "Cambay and the Way Thither" নামক গ্রন্থে, এবং ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের "Indian Antiquary" নামক পত্রিকায় শাহাজলাল এবং শ্রীহট্ট সম্বন্ধে অনেক নূতন কথার অবতারণা করিয়াছেন। ইহাদিগের বর্ণনায় শ্রীহট্টের ইতিহাসে যে একটি নূতন আলোক রশ্মি পতিত হইয়াছে তাহার আলোচনা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

উপাখ্যান-সংক্ষেপ।

আরবের অন্তঃপাতী 'এমন্' প্রদেশে 'কণিয়া' (৬) নামক স্থানে 'কোরেশ্' সম্প্রদায়ভুক্ত 'সেখ উস্-সুয়ুখ' উপাধিধারী মহম্মদের ঔরসে শাহাজলালের

(৬) শাহাজলালের মন্দিরের হুসেনসাহী শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

জন্ম হয়। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া শাহাজলাল-উদ্দীন বোখারীর শিষ্য স্বমাতুল সৈয়দ আহম্মদ কবির সুহরবর্দ্দির গৃহে লালিত পালিত হন। পরে অতি অল্পবয়সে বাঘের গালে চপেটাঘাত, জহরপান প্রভৃতি অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া দ্বাদশজন অনুচরের সহিত ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে (রাজ্যবিজয়ের অভিপ্রায়ে নহে) হিন্দুস্থানের অভি মুখে যাত্রা করেন। 'এমন্' দেশের শাহাজাদা ইহার মুরীদ হইয়াছিলেন, পরিণামে শ্রীহট্টে তাঁহার কাল হয়। দিল্লীতে আসিয়া শাহাজলাল সেখ নিজামুল আউলিয়ার আতিথ্য স্বীকার করেন।

শ্রীহট্ট রায়নগরের অন্তঃপাতী টুলটিকর গ্রামে বুরহানুদ্দীন নামক মুসলমান বাস করিতেন। তিনি পুত্রোৎসব উপলক্ষে গোবধ করিয়াছিলেন, কাক এক খণ্ড গোমাংস চঞ্চুপুটে লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণের

(কাহারও মতে রাজার (৭)) বাড়ীতে নিক্ষেপ করে। রাজা গৌড়গোবিন্দ দেবালয় কলুষিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া সপুত্রক বুরহানুদ্দীনকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন, এবং ভীমের জরাসন্ধ বধের ন্যায় শিশুটিকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলেন, ও পিতার দক্ষিণহস্ত কর্ত্তন করেন। বুরহানুদ্দীন গৌড়ের (৮) মুসলমান নবাব [illegible]

(৭) বুরহানুদ্দীনের বাড়ী [illegible] বলিয়া একটী অতি পুরাতন দিঘি আছে। ইহার চারিদিকে বাঁধা ঘাট ছিল। একটী ঘাটের (উত্তর দিকের) ইটের সিঁড়ি এখনও গ্রীষ্মকালে দেখিতে পাওয়া যায়। দিঘির পূর্ব্ব তীরে ছোট টিলার উপরে গোবিন্দের দেবালয় ছিল, তিনশত বৎসরের প্রাচীন ফার্সী কাগজে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

(৮) তারিখ্ ই-জলালী গ্রন্থে দিল্লীর নবাবের উল্লেখ আছে।

আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান সিকন্দরকে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপুত্র ও সোনারগাঁও অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু যাদুবিদ্যাবিশারদ হিন্দুরাজা গৌড়-গোবিন্দ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া সোনারগাঁওর নিকটে সিকন্দরকে পরাস্ত করেন, এবং সিকন্দর প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে সম্রাট আলাউদ্দীন সিপাহ-সালার সৈয়দ নাসিরুদ্দীন-চিরাগ-ই-দিল্লীকে গৌড়-গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ইত্যবসরে ৩৬০ জন দরবেশ লইয়া বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সিকন্দর ও নসিরুদ্দীন এবার শাহজালালের সাহায্য ভিক্ষা করেন। শাহজালাল তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে সুর্মানদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাহজালালের নাম শুনিয়া

গৌড়গোবিন্দ ভয় পাইলেন এবং আগন্তুকের শক্তিপরীক্ষার্থ লৌহধনু পাঠাইয়া দিলেন। শাহাজলালের জনৈক অনুচর লৌহ ধনুতে গুণযোজনা করিয়া দিল, শাহাজলাল 'আজান' দিতে লাগিলেন, একে একে কাফের রাজার সপ্ততল হর্ম্ম্য ভাঙ্গিয়া পড়িল শাহাজলাল বিজয়ীর বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন, গৌড়গোবিন্দ কোহিস্থানে (পার্ব্বত্য প্রদেশে—পেঁচাগড়ে) প্রস্থান করিলেন মৃত্তিকার গন্ধে ও বর্ণে শ্রীহট্ট 'এমন্' দেশের অনুরূপ দেখিয়া শাহাজলাল শ্রীহট্টে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। কিছু দিন পরে শ্রীহট্টে নসিরুদ্দিনের মৃত্যু হইল। কিন্তু তাঁহার কবর হয় নাই, তাঁহার মৃতদেহ শাহাজলালের তেজোপ্রভাবে শূন্যে মিশিয়া গিয়াছিল। ৫৯১ হিঃ অব্দে, ত্রিশ বৎসর শ্রীহট্টে অবস্থানের পর, ৬২ চান্দ্র বৎসর বয়সে শাহাজলালের 'ইন্তিকাল' (তিরোভাব) হয়। মুসলমানের শ্রীহট্টবিজয়ের

ইহাই কথা ইতিহাস। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই বিবেচ্য

ব্লোকম্যানসাহেবের মতে এই উপাখ্যানের তারিখগুলি অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ তিনি বলেন যে,

His death is put down as having occurred in 59 A. H. and he is said to have visited Nizamuddin Auliya at Delhi who died in 725 A. H. According to the legend, the District was wrested from Gour Gobind by King Sikandar Shah in 1384 A. D. or 786 A. H. during the reign of S[illegible] Shah whilst King S[illegible] only [illegible] to Shamsuddin Iliys Shah, Sikandar's father. (9) অর্থাৎ ৫৯১ হিঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়; অথচ কথা আছে যে, ৭২৫ হিঃ অব্দে মৃত নিজামুদ্দীন আউলি-

(9) Vol J. A. S. B 1873 Part I

হাকে তিনি দিল্লীতে দর্শন করিয়াছিলেন পুনশ্চ ৭৮৬ হিঃ অব্দে নবাব সামসুদ্দীন কর্তৃক সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে গৌড়গোবিন্দের নিকট হইতে শ্রীহট্টজিলা জয় করা যায়, এবং নবাব সামসুদ্দীন বলিতে আবার সিকন্দরের পিতা সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহাকেই বুঝিয়া থাকি

এই অবস্থায় শাহাজলাল কোন সময়ের লোক ছিলেন, তাহা ঠিক করা সহজ নহে; আমরা সর্ব্ব প্রথমে বুরহানুদ্দীনের ও শ্রীহট্ট বিজয়ের বিষয় আলোচনা করিব।

বুরহানুদ্দীনের কাহিনী।

বুরহানুদ্দীনের পুত্রোৎসবের, হিন্দুরাজার অমানুষিক আচরণের, ও মুসলমান পীরের প্রভাবের কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে বিরল নহে শ্রীহট্টের গৌড়গোবিন্দের নামে যে বীভৎসতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহার অনুরূপ কাহিনী রামপালের রাজা প্রখ্যাত-

আখ্যান কালমোহনের নামে (১০), এবং মহাস্থানগড়ের শেষরাজা পরশুরামের নামে (১১), এবং শ্রীহট্টের তরপ ও বিশাখীর রাজা আচকনারায়ণের নামে ও জড়িত রহিয়াছে। রামপালের বাবা আদম বল্লাল সেনকে "বুজরুকি" দেখাইয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার কল্যাণে তাঁহাকে আবার রাজ্য-সম্পদ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। মহাস্থানেতে শেখ আউলিয়া পরশুরামকে মুসলমান অত্যাচারী বলিয়া নিহত করিয়াছিলেন। তরপের রাজা আচক নারায়ণ পীরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কাহিনী পরম্পরার ভিতরে পূর্ব বাঙ্গালায় মুসলমান প্রতিভাস্ফুরণের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল গল্প হইতে ঐতিহাসিক তথ্য

(10) Vide Bradley-Birt's 'A Romance of an Eastern Capital.'

(11) Vide. J. A. S. B. 1875

নিষ্কাশন করা সুকঠিন বল্লালসেন ১১০৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; এবং O' Donnell সাহেব বলেন যে, পরশুরাম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক ছিলেন আর ১১৬৪ খৃঃ অব্দে শাহাজলাল শ্রীহট্ট প্রবেশ করেন, "সুহেল্ ই-এমন্" গ্রন্থহইতে এইমাত্র আমরা জানিতে পারি কিন্তু, নসিরুদ্দীন হায়দর শাহা জলালের তারিখ নিরূপণ বিষয়ে কতদূর সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

প্রচলিত গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীহট্ট সহরের পূর্ব্বাংশে টুলটীকর মহলে বুরহানুদ্দীন বাস করিতেন। সহরপল্লী রমনগরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে টুলটীকর নামে একটী ক্ষুদ্র মুসলমান গ্রাম বর্ত্তমান আছে কিন্তু সেই স্থলে বুরহানুদ্দিনের বাড়ীর কোনও চিহ্ন বর্ত্তমান নাই; লোকেরাও এত দূর-অতীতের কোনও সন্ধান বলিতে পারেনা তবে

টুনটীকর গ্রামের নিকটে "টাইটীকল" নামে অপর একটী গ্রাম আছে, সেই স্থানে গোজাগানিদের নামের সহিত সংসৃষ্ট কোনও "উজানের" পুণ্য ও বাটীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভূগর্ভনিহিত সুবিস্তৃত ইষ্টক-স্তূপ এবং সুবৃহৎ দ[illegible]য়া দেখিলে মনে হয় যে, ইহা তপোনিষ্ঠ তাপিদের সন্ন্যাসীর অনুপযুক্ত আবাসস্থান ছিলনা।

এই বুরহানুদ্দীন কে ছিলেন, তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ব্লোকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, মুসলমান তাপসদিগের জীবনীতে হাজী নুরুদ্দীন বা বুরহানুদ্দীনের কোনও উল্লেখ নাই (১২)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের সেখ জামালী [illegible] লিখিত "সেয়র-উল্-আরিফিন" নামক "তজকেরাতে" বুরহানুদ্দীন নামের উল্লেখ আছে কিনা জানিনা। তবে Beale সাহেবের লিখিত Oriental Bio-

(12) Vide— J. A. S. B. 1873

graphical Dictionary" গ্রন্থে এগারজন বুরহানুদ্দীনের উল্লেখ আছে। ইহার ভিতরে অনেকেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। একজন কাজি বুরহানুদ্দীনের উল্লেখ আছে, তিনি শিবগঞ্জের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ১৩৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তুর্কী সুলতান তাঁহার সম্পত্তি দখল করেন টাই টীকারের অতি নিকটে শিবগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ বাজার আজিও বর্ত্তমান আছে, এবং তবকত্ ই নসিরি গ্রন্থে শ্রীহট্ট 'তুর্কিস্থান' বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে বিশেষতঃ আমরা শাহাজলালের যে সময় নিরূপণ করিব, তাহার সহিত ইহার জীবিত কালের কোন অনৈক্য নাই, এই অবস্থায় শিব গঞ্জেশ্বর (Lord of the City of Sivas) কাজি বুরহানুদ্দীনকে আমাদের বর্ণিত বুরহানুদ্দীন বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি ছিলনা, তবে "City of Sivas" শিবগঞ্জ Cappadocia or Caramenia

প্রদেশে [illegible]

সঙ্কটে [illegible] ৬০ . নিও গিয়াছে [illegible] না

হওয়াই সমীচীন অপর দশজনের মধ্যে একজন

বুরহানুদ্দীন ১১৬৪ খৃঃঅব্দে জীবিত ছিলেন, তিনি

"হিদায় সরাবদিয়া" নামক মুসলমান আইন সম্বন্ধীয়

গ্রন্থের লেখক ; কিন্তু তিনি মধ্য এসিয়ার লোক

ছিলেন, ১১৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় তিনি

শ্রীহট্টে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এমন কোনও

প্রমাণ নাই বিশেষতঃ শ্রীহট্টের বুরহানুদ্দীনের

জীবনের পরবর্তী ঘটনায় এই সিদ্ধান্তের ও ব্যাখ্যার

বিরুদ্ধ প্রমাণ রহিয়াছে।

আবার শ্রীহট্ট বিজয়-সংক্রান্ত বিষয়-দিগুর বুরহানুদ্দীন নির্যাতন প্রাপ্ত হইয়া [illegible] [illegible] দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের [illegible] [illegible] করেন বলিয়া উল্লেখ আছে (১৩) অবশ্য [illegible] [illegible]

(13) Vide — Tawarikh-i Jellali

নহে) প্রপৌত্র একজন আলাউদ্দীন ৮৮৫ হিঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন এবং পরিশেষে সুলতান বহ্লোললোদী কর্ত্তৃক বেদায়ুনের সিংহাসনে স্থাপিত হন (১৪)। ইহার সময়ে সুলতান সিকন্দর কিংবা নসিরুদ্দীন বর্ত্তমান ছিলেন না। অতএব বুরহানুদ্দীন বাংলার সুবাদার আলাউদ্দীনের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া যে অপর একটী মত আছে তাহাই আমরা গ্রহণ করিলাম; তবে বুরহানুদ্দীনের শ্রীহট্টে আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এখনও অজ্ঞাত।

শ্রীহট্ট বিজয়।

৭৪২ হিজিরিতে (১৩৪১ খৃঃ অব্দ, ১৭ই জুন) আলাউদ্দীন আলিশাহ্ বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। হাজি ইলিয়াস তাঁহার ভ্রাতা (Foster

(14) Montakl abu-t-Tawarikh Vol 1. p 402

IMPERIAL LIBRARY

Brothor) (১৫) ছিলেন। সুলতান সিকন্দর হাজি ইলিয়াসের পুত্র, আলাউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র (১৬); হাজি ইলিয়াস তাঁহার ভ্রাতা আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া ১৩৪৩ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন ইলিয়াসশাহ নামে বাংলার স্বাধীন নরপতি বলিয়া নিজকে ঘোষণা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আলাউদ্দীনের জীবদ্দশায় ১৩৪১ হইতে ১৩৪৩ খৃঃ অব্দের ভিতরে বুরহানুদ্দীন গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে সাহায্য ভিক্ষা করায়, নবাব আপন ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান সিকন্দরকে সেনাপতিরূপে অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিকন্দর দুইবার শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দের হস্তে পরাস্ত হন, এবং আপন অপমান ঢাকিয়া রাখিবার জন্য প্রচার করেন যে, কাফের রাজা বড় যাদুবিদ্যাবিশারদ, কারণ গৌড়গোবিন্দের

(15) Vide: Thomas's Pathan Kings

(16) As narrated in "Suhail-i-Yemen"

অগ্নিবাণের তেজ মুসলমানবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। আলাউদ্দীনের সময় হইতে শ্রীহট্টবিজয় আরম্ভ হয় এবং সুলতান সিকন্দরের পিতা সামসুদ্দীন হাজি ইলিয়াসের সময় সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সামসুদ্দীনের বিষয়ে উল্লেখ আছে যে,

He was the first recognised and effectively independent Muslim Sultan of Bengal, the annals of whose reigu have been so often imperfectly reproduced in prefatory introduction to the relation of the magnificient future his successors were destined to achieve as holders of the interest and commercial prosperity of delta of the Ganges, to whose heritago indeed, England owes its effective ownership of the continent of India at the present day (17)

(17) Vide: Thomas's Pathan Kings

অর্থাৎ তিনিই বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন নরপতি। ইহার বংশধরেরা গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত বিশাল দেশের রাজত্ব পাইয়া ব্যবসা বাণিজ্যে গৌরবোজ্জ্বল কীর্ত্তি রাখিযাছেন, সেই সম্পর্কে আমরা ইহার রাজত্বকালের অনেক অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই আর আজ ইংলণ্ড প্রথমে ঐ রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া ভারত-মহাদেশকে শাসন করিতেছে!

এইরূপ অনুমানে নসিরুদ্দীন চিরাগী সম্বন্ধে কোনও অসামঞ্জস্যের ভয় নাই। মকদুম সেখ নাসিরুদ্দীন-চিরাগ-ই-দিল্লী ১৩৫১ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলককে গোপনে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইযা বন্দীভাবে আসিতে নীত হইয়াছিলেন (১৮), শ্রীহট্টে তাঁহার কাল প্রাপ্তি হয়; অতএব ১৩৫১ খৃঃ অব্দের পরে তিনি শ্রীহট্টে

(18) Vide: Al Badaoni Vol. 1 P. 322

আসিয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য কলাপ অনেকটা কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। Beale সাহেব বলেন,

He is also called, by Firistha, Nasiruddin Mahmud Awadhi, surnamed Chiragh-i-Delhi, or the Candle of Delhi, a celebrated Mahomedan Saint, who was a disciple of Shaikh Nizamuddin Aulia, whom he succeeded on the masnad of Irthad or Spiritual Guide, and died on Friday, the 16th September, A. D. 1356, 18th. Ramzan, A. H. 757 He is buried at Delhi in a Mausoleum which was built before his death by Sultan Firoze Shah Barbek, one of his disciples, and close to his tomb Sultan Bahlol was afterwards buried. He is the author of a work called Khair-ul-Majalis.

অর্থাৎ ফিরিস্তা তাঁহাকে নসিরুদ্দীন মামুদ আওয়াধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "দিল্লী-প্রদীপ" তাঁহার উপাধি ছিল, তিনি সেখ নিজামুল আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন, এবং আউলিয়ার মৃত্যুর পর তিনি গুরুর পদ লাভ করেন। ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর (৭৫৭ হিঃ ১৮ রমজান) তারিখ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিষ্য সুলতান ফিরোজ বার্ব্বেক কর্ত্তৃক দিল্লির উপকণ্ঠে নির্ম্মিত (১৯) মন্দিরে তাঁহার সমাধি হয়; এবং ভবিষ্যতকালে সুলতান বহলোল লোদী তাঁহার সমাধির নিকটে

(১৯) ৭৭৫ হিঃ অব্দের একখানি শিলালিপি দিল্লীর উপকণ্ঠে সাপুর ও খিকির নিকটে বর্ত্তমান আছে। সৈয়দ আহম্মদ বলেন যে "The shrine seems to have originally been erected in 775 A.H. by Firoze Shah" Thomas p 280 ইহা সত্য হইলে Beale সাহেবের অভিধান হইতে উপরি উদ্ধৃত "his death" কথার অর্থে ফিরোজ সাহের মৃত্যু বুঝিতে হইবে।

প্রোথিত হন, "খায়ের-উল্ মজালিস" গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টে নসিরুদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু কবর হয় নাই ; খাটখানি মাত্র চকিদিঘি মহল্লায় নিহিত হয়। শাহাজলালের অলৌকিক প্রভাবে তাঁহার শবদেহ শূন্যে মিশিয়া গিয়াছিল। ইহাতে আমরা অগত্যা এই বুঝিতে পারি যে, নসিরুদ্দীনের প্রিয় শিষ্য সম্রাট ফিরোজের আদেশে তাঁহার শবদেহ দিল্লীতে নীত হইয়া সাপুর ও খির্কির কাছে সমাহিত হইয়াছিল অতএব তিনি ১৩৫১ খৃঃ অব্দের পরে এবং ১৩৫৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে শ্রীহট্ট-বিজয়ে লিপ্ত ছিলেন।

১৩৫৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট ফিরোজশাহ পূর্ব্ব-বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে গিয়া একদালা দুর্গের সম্মুখে লাঞ্ছিত হন, এবং ইলিয়াস খাঁজে সুলতান সামসুদ্দীন ভেংরার সহিত সন্ধি করিয়া এগার মাস

পরে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন (২০)। দিল্লী-প্রদীপ নসিরুদ্দীন এক সময় সম্রাটের সহিত পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় আগমন করেন, ইহাই খুব সম্ভবপর। বিশেষতঃ যে সময়ে তিনি দিল্লী-প্রদীপ উপাধি পান সেই সময়ে তিনি "একডালা" শিবিরে বাস করিতেছিলেন, এইরূপ বর্ণনা আছে এগারমাস ব্যাপিয়া অভিযানের সময় বা তাহার পরে, ১৩৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে, সুলতান সিকন্দর মকদুম সেখ নসিরুদ্দীনের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ১৩৪১খৃঃ অব্দের পরে সুলতান সিকন্দরের প্রথম অভিযান হয়, এবং ১৩৫৩ হইতে ১৩৫৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে নসিরুদ্দীনের জীবদ্দশাতে মুসলমানেরা শ্রীহট্ট-দেশ জয় করেন। এই বিজয়ব্যাপারে শাহাজলালের সংস্রব ছিল কি না, তাহাই এখন বিবেচ্য।

(20) Vide. Stewart, Edition 1813, pp 84 85

শ্রীহট্টে মুসলমান।

শাহাজলাল শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমানবিজেতা, এবং মুসলমান ধর্ম্মের আদিপ্রচারক বলিয়া কথিত হন, ইহা কতদূর সত্য তাহার আলোচনা করা যাইতেছে শাহাজলালের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে মুসলমান বুরহানুদ্দীনের অস্তিত্বে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; রিছালা-প্রণেতা শ্রীহট্টবাসী মুসলমান পণ্ডিত মুহীউদ্দীন খাদিম ইহাদের অন্যতম কিন্তু এই সন্দেহ অমূলক; কারণ ১৩৫৪ ৫৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেও কয়েকবার শ্রীহট্টে মুসলমান সৈন্য প্রবেশ করিয়া জয় পরাজয়ের রসাস্বাদন করিয়াছিল। বেদায়ুনীর পুস্তকে দেখিতে পাই,

Husamuddin Khilji, one of the Khilj and Garmsir tribes and one of the servants of Md. Bakhtyr became possessed of the whole country of Lakhnaut and

Bang ila and J. j iagat and K ımrud and gai ed the t t e of Sult u Ghiy s iddin in the n ont s of tl e year 621 A H (21)

অর্থাৎ হুসামুদ্দীন খিলিজি নামক খিলিজ ও গার্মসাবের জনৈক সম্রান্ত ব্যক্তি, বঙ্গের খিলিজির কর্ম্মচারী, ৬২১ হিঃ অব্দে ত্রিহুত, বাঙ্গাল, যাজনগর (ত্রিপুরা) এবং কামরূপের সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া সুলতান গিয়াসউদ্দীন নাম ধারণ করেন এই বর্ণনায় মনে হয়, তিনি, হয়তঃ, ত্রিপুরাও কামরূপের মধ্যবর্ত্তী শ্রীহট্টপ্রদেশ স্ববশে আনিতে পারিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ ত্রিপুরা হইতে শ্রীহট্ট দিয়া কামরূপ প্রবেশের পথ প্রশস্ত ছিল। কিন্তু দুই বৎসরের ভিতরে তাঁহাকে কামরূপ অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; এবং শ্রীহট্ট নিজস্বাধীনতা লাভ করে। তারপর ৬৪২ হিঃ অব্দে (১২৪৪ খৃঃ অব্দে) মালীক যুজবেক শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়াছিলেন।

(21) Al Baduoni vol i p 86

"In the' following year (i e 642 A. H. 1244 A. D) he (i e Ikhtyaruddin Toghril Khan, Malik Yuzbek,) invaded the territories of the Raja of Azmurdun and took the capital of that Prince, with all his treasures and elephants" (22)

অর্থাৎ ১২৪৪ খৃঃ অব্দে ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন তুঘ্রিল খাঁ আজমরদাঁর রাজার রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজধানী অধিকার করেন, এবং তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন ও হস্তীসকল হস্তগত করেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই আজমরদাঁকে শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী আজমীরিগঞ্জ বাজার বলিয়া মনে করেন। কাপ্তান ফিসার সাহেবের মতে আরোও দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৫৪ খৃঃ অব্দে মালিক য়ুজবেক শ্রীহট্ট

(22) History of Bengal Ed. 1813 p 65 n

আক্রমণ করেন, এবং বাণিয়াচঙ্গ রাজার পূর্ব্বপুরুষদিগকে পরাস্ত করেন। তিনি বলেন,

"The Baniyachung Raja's ancestor was probably the party ... attacked in 1254 by Malik Yuzbek, the Governor of Bengal, who afterwards lost his life in the south of Assam" (23)

বাণিয়াচঙ্গ ও আজমীরিগঞ্জ পরস্পর নিকটবর্ত্তী, ইহাতে ষ্টুয়ার্ট ও ফিসর সাহেবের মতপার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না তবে বাণিয়াচঙ্গ ৬৫০ বৎসরের প্রাচীন স্থান বলিয়া মনে হয় না, এবং মোগল ঔরংজীবের সময়ে লাউড়ের ব্রাহ্মণরাজা গোবিন্দ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া বাণিয়াচঙ্গ গিয়া বাস করেন, ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান সমৃদ্ধি লাভ করে, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু, সে যাহাহউক, শ্রীহট্ট তখনও স্বাধীন ছিল।

(23) Vide J. A. S. B. 1840

১২৯০ খৃঃ অব্দে ও শ্রীহট্ট স্বাধীন ছিল; মার্কপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাই যে,

"Bangala is a province towards the South, which up to the year 1290...had not yet been conquered" (24)

এইস্থানে "বাঙ্গালা" বলিতে "শ্রীহট্ট" বলিয়া মনে হয়। কারণ,

"Marco conceives of it, not as in India, but as being like Mien (Burma) a province on the confines of India...on the other hand the circumstances of manners and products so far as they go, do belong to Bengal." (25)

অর্থাৎ মার্ক বাঙ্গালাদেশকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু ব্রহ্মদেশের মত একটী

(24) Marco Polos Travels vol ii pp 114-5

(25) Ibid vol ii p 128.

সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া মনে করেন। অথচ আচার ব্যবহারে উৎপন্ন পদার্থে উক্তদেশ আমাদের বাঙ্গালারই অনুকূল। ইহাতে 'বাঙ্গালা' শব্দে শ্রীহট্ট বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশকেই বুঝাইতেছে

অপিচ বক্তিয়ার খিলিজির আসামবাহিনীও শ্রীহট্টের ভিতর দিয়া গিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

"Both these invasions of Kamrup (one in 1205-6 and the other in 1253 7) appear to have been directed through the Sylhat Territory and then across the passes of the Kasia or Jaintia Hills into Assam" (26)

১২০৫-৬ খৃঃ অব্দের ও ১২৫৬-৭ খৃঃ অব্দের কামরূপ অভিযান শ্রীহট্ট জিলা পার হইয়া খাসিয়া ও

(26) Vide: Ca ray and the W y T her p 515.

জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পথ দিয়া প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পুনশ্চ,

It is expressly stated that the Mahomedan army *crossed the mountains before* they reached the bridge and before the Raja submitted, I conclude that they entered ower Assam, not by Goalpara, but by the Kasia or Cachar mountains......In 1256 A. D. Malik Yuzbek, who had invaded Kamrup from Bengal was killed while retreating "*across the mountains*" (and that between 1489 and 1499) Alaudin having first overrun Assam proceeded *westward* to the conquest of Kamrup which of course is impossible on any other supposition than that he entered Assam by the way either of Hirumbha (Cachar) or Silhet (27)

অর্থাৎ ইহ স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুসলমান সৈন্য সেতুর নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে এবং

(27) Captain Fisher in J A S. B. 1840.

তাহাদের নিকট বাঙ্গার বশ্যতা স্বীকার করিবার পূর্বাহ্নেই তাহারা পর্বতমালা পার হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে গোয়ালপাড়ার পথে না গিয়াও সিথ বা কাছাড়ের পর্বত অতিক্রম পূর্বক তাহারা নিম্ন আসামে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। ১২৫৬ খৃঃ অব্দে কামরূপ আক্রমণ কালে পর্বতের উপর দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় মালিক য়ুজবেক নিহত হইয়াছিলেন ১৪৮৯-৯৯ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন সমস্ত আসাম বিধ্বস্ত করিয়া পশ্চিমমুখে কামরূপ বিজয়ে অগ্রসর হন। হিড়িম্ব বা শ্রীহট্ট দেশ দিয়া আসামে প্রবেশ না করিলে এই পশ্চিমমুখী অভিযান অর্থহীন হওয়া যায়

তারপর ১২৫৮ খৃঃ অব্দে রচিত 'Tabaqaut-Nasi' পুস্তকে বক্তিয়ার খিলিজির বিষয়ে উল্লেখ আছে যে,

"When several years had elapsed he read information about the territories

of Turkesthan and Tibet, to the *East* of Lakhnauti, and he began to entertain a desire of taking Tibet and Turkesthan."

লক্ষ্মণাবতীর পূর্ব্বে অবস্থিত যে তুর্কিস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা অন্যত্র "তুর্কি চেহারাওয়ালা লোকদিগের বাসভূমি" (২৮) বলিয়া উক্ত হইয়াছে যথা,

"A Chief of one of the mountain tribes (Amir Ali Masif) who were all of Turkish countenance.........adopted the religion of Islam and agreed to act as guide to Muhammed Bakhtyar."

কাপ্তান ফিসার সাহেব এই আমীর আলি মছিফ বা আলি মিকাকে একজন খাসিয়া বলিয়া অনুমান করেন পরন্তু আলি মিকা মেক বা কুচ বলিয়া ও স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছেন

(28) Muntakhabu-t-Tawarikh vol-1 p. 86.

এই সকল ঘটনা পরম্পরায় ইহা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ হইতেছে যে ১৩৫৪—৫৬ খৃঃ অব্দের অনেক পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহট্ট অঞ্চলে মুসলমান ছিল, তবে দেশ হিন্দুরাজার অধীনে থাকায় উক্ত ধর্ম্মের প্রসার হইতে পারে নাই। অতএব শাহজালালকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া ধরিয়া লইলে তিনি কিছুতেই শ্রীহট্টে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেননা — তিনি সর্ব্বপ্রধান হইতে পারেন, সর্ব্বপ্রথম প্রচারক নহেন।

এখন তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক কি না তাহার আলোচনা আবশ্যক।

শাহজালালের পরিচয়।

Rauzat-o-Safa নামক পারস্য দেশের ইতিহাস প্রণেতা মীরখন্দের পূর্ব্বপুরুষ মার্গোলবাসী হামিদুদ্দীন (হেলিমুদ্দীন ?) শাহজালালের অনুচর ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 'মার্গোল' এই

শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের পরিমাণ গণনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত নগরী ৯৪৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। (Y ...) সাহেব বলেন,

'By the mode of computation called *abjud,* the word gives the number 337 which, representing the Hijra year, is equivalent to 949 A. D. (29)

নার্গোটের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, ১১৩৭ খৃঃ অব্দে শাহা বিলায়ত নামক একজন প্রসিদ্ধ ফকির এই অঞ্চলে আগমন করেন। শাহা-জলালের ত্রিশ বৎসর শ্রীহট্ট অনস্থানের পর ইন্তেকাল হইয়াছিল। 'সুহেল-ই-এমনের মতে ৫৬১ হিজরিতে অর্থাৎ ১১৬৪ খৃঃ অব্দে শাহাজলাল শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর ছিল। অতএব ১১৩২ খৃঃ অব্দে তাঁহার

(29) J. A. S. B. 1907

জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি প্রথম যৌবনে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, এই অবস্থায় ১১৩৭ খৃঃ অব্দে না হউক ১১৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নার্ণোলে প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার আবির্ভাব হইতে পারে,—এই ধারণায় কেহ কেহ তাঁহাকে শাহাবিলাযতের সঙ্গে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহ ভুল; কারণ শাহা বিলাযত দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সংগ্রামে নিহত হন এবং নার্ণোলে অদ্যাবধি তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

"অপরদিকে হুসেন শাহের আমলে ৯১১ হিজিরতে ক্ষোদিত শিলালিপিতে লিখিত আছে যে গাজী'নের আদেশে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল [illegible] সাহেব এই আদেশকে শাহজালাল [illegible] যে ভাবে আলি শাহকে আদেশ করিয়াছেন সেইরূপ স্বপ্নাদেশ বলিয়া মনে করেন, এবং তাহাই ঠিক। ভক্তেরদ্বারে ভিখারী সাজিয়া স্বপ্নাদেশ

প্রদান করা প্রাচ্যভূমিতে দেবতা বা দেবতাস্থানীয় মহাপুরুষদিগের দেবযোগ্য শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নহে, সমর ভূমিতে অদৃশ্যভাবে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের পক্ষ সমর্থন করাও দেব চরিত্রে নূতন নহে।

আবার হজরত শাহাজলাল সশরীরে রণভূমিতে পদার্পণ না করিয়া হয়তঃ অদৃশ্যভাবে দৈবশক্তি সম্পন্ন নসিরুদ্দীনের বীরতেজ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, তখনকার লোকের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকিতে পারে। "Shah-Jalal encouraged them by repeating a certain prayer" শাহাজলাল কোন ও প্রার্থনা-মন্ত্র জপ করিয়া সৈন্য-দিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এইটুকু কাজের জন্য সমরক্ষেত্রে তাঁহার সশরীরে উপস্থিতি প্রয়োজনীয় না হইতে পারে, অতএব ১১৯৭ খৃঃ অব্দে শাহাজলালের মৃত্যু হইলেও ১৩৫৪ খৃঃ অব্দে নসিরুদ্দীনকে সশরীরে উৎসাহিত করা তাঁহার পক্ষে

সম্ভবপর নয়। তৌফিক নিজে সিকন্দরের নাম প্রদান ভক্তির প্রাচুর্যবশতঃ শ্রীহট্টবিজয় শাহজালালের তেজঃপ্রভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী নিজদৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র—এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোনও গ্রন্থকার আজ পর্যন্ত 'সুহেল-ই-এমন' গ্রন্থের তারিখ সমর্থন করিবার প্রয়াস পান নাই।

এই অবস্থায় আমরা "সুহেল ই-এমন" গ্রন্থের কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

শ্রীহট্টে মুসলমান ও শাহজালালের আগমন সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিষয়ের আলোচনা দ্বারা এই বোঝা যাইতেছে যে, ১৩৫৪-৫৬ খৃঃ অব্দেই সুলতান সিকন্দর ও নসিরুদ্দীন চিরাগ-ই-দিল্লীর সহযোগে শাহজালাল শ্রীহট্টে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তে কোনও ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য নাই। তবে আফ্রিকার অন্তঃপাতী তাঞ্জিয়ার দেশ নিবাসী

মুসলমান পণ্ডিত আবু আবদাল্লা মহম্মদ বিন আবদাল্লা আল লওয়াটি (যিনি সচরাচর ইবন্ বোতুতা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন তিনি) শাহজালালকে শ্রীহট্টে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া একটা কথা আছে ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব আমরা তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি।

ইবন বোতুত

মহম্মদ তোগলেকের সমকালীন নবাব ফকরুদ্দীন যখন বাঙ্গালার মসনদে সমাসীন (৭৩৯—৭৫১ হিঃ) তখন ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে ইবন বোতুতা মালদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে 'সাদকাওন' গ্রামে অবতীর্ণ হন, তৎপরে সেই স্থান হইতে 'কামরূ'তে গমন করেন। 'কামরূ' হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেখ জলালুদ্দীন তাব্রিজিকে সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন, এবং তৎপর "আল নহরল আখজর" নদীর তীরস্থ "হবাঙ্ক" নগরে গমন করেন।

Colonel Yule বলেন,

"Kamru is of course Kamrup a term of somewhat wide app ication, but which ancio itly i icluded S'lhet ... The Sheikh Jalaluddin was, *I doubt not,* the patron-saint of Silhet now known as Shah-Jalal, the subject of many lego ıds, to whom is ascri ed the conversion of the people of that country to Islam and whose shrine at Silhet, flanked by four mosques is still famous"

তিনি আরও বলেন ঃ— The City of Habank is, *I doubt not,* Silhet or its mediæval representative." পুনশ্চ, "Akzar river is, *no doubt,* the Surma, by descending which the traveller would come direct upon Sunergawn." (30)

---

(30) Indian Ant quary 1874 p. 210

কর্ণেল ইয়ুলের মত বিদ্বান লোক প্রাচ্য-প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া পরিচিত হইলেও, আমরা তাঁহার "নিঃসন্দেহে,, (I doubt not" &c) সত্য বলিয়া গৃহীত অনুমানকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি।

প্রথমতঃ শ্রীহট্টের শাহাজলাল 'এমন' দেশবাসী ছিলেন, তিনি তাব্রিজি ছিলেনন, ইহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া Yule সাহেব বলিয়াছেন যে, 'তাব্রিজ' ও 'এমন নিকটবর্ত্তী জনপদ, উভয়স্থলই আরবের অন্তর্গত, অতএব এইরূপ ভুল হওয়া ইবন বোতুতার পক্ষে সম্ভবপর। কিন্তু বোতুতা আরবদেশ দেখিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছিল ইহা বোধ হয়না পরন্তু তাব্রিজি শাহাজলাল ভিন্নব্যক্তি ছিলেন, তিনি ৬৪২ হিজরিতে একশত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে (?) প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক কর্ণেল ইয়ুলের এই কৈফিয়ৎ মানিয়া লইলেও আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিনা।

মুর পরিব্রাজকের যে শাহাজলালের সহিত সাক্ষাত হয় তিনি বোগদাদের শেষ আব্বাছিদ্ খলিফা মোস্তাছিম বিল্লাকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন বোতত্তা বলেন,

"He to l me, t at he l d seen El Mosta'a i the Ca f in B gdad." (31)

রসিদুদ্দীন লিখিয়াছেন যে, The even ing of Wed esday, the 14th of Safar, 656 A. H. (20th February 1258), Califa was put to death i the village of Wakf with his eldest son and 5 eunuchs who had never quitted him. (32)

বোতত্তা ১৩৪৬ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। এই সময়ের ৮৮ বৎসর পূর্ব্বে ১২৫৮ খৃঃ অব্দে খলিফার মৃত্যু হয়, এবং বোতত্তার বর্ণনানুরূপ

(31) Lee's Ibn Batutah p 197.

(32) Vide: Col. Yule's Marco Polo vol i p 67.

শাহাজলালের বয়স তখন ১৫০ বৎসর হইলে, খলিফার মৃত্যুর সময়ে জলালের ৬২ বৎসর বয়স ছিল। (১) চিরকুমার শাহাজলাল ৬২ বৎসর জীবিত ছিলেন, (২) ১২৪৪ খৃঃ অব্দে পরলোকগত শাহাজলাল তাব্রিজি ১২৫৮ খৃঃ অব্দে নিহত খলিফাকে দেখিয়া থাকিতে পারেন, (৩) খলিফার মৃত্যুর ৮৮ বৎসর পরে ইবন বোতুতা পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, (৪) ৮৮ ও ৬২ এই দুই রাশি যোগ করিলে শাহাজলালের বয়স ১৫০ হয় (৫) এবং সুহেল ই এমনের মতে ১১৯৪ খৃঃ অব্দে শাহাজলালের মৃত্যু হইলে ১৩৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৫০ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছিল,—এই কয়েকটী কথার অদ্ভুত সংমিশ্রণে বোতুতার বিবরণ পণ্ডিতদিগকে গোলমালে ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয় কারণ পাদ্রী লি সাহেব ১৮২৯ খৃঃ অব্দে এই বোতুতা-শাহাজলাল কাহিনী যেরূপ ভাষায়

অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। লি সাহেবের বর্ণনার নমুনা এইরূপ,

"The Sheikh had also lived to a remarkably great age. *He told me* that he had seen El. Mosta'asim, the Calif in Bagdad and *his companions told me after-words* (when ?) that he died at the age of 150 years ; that he fasted through a space of about 40 years . It was by his means that the people of these mountains became Mahomedans and on this account it was that he resided among them. *One of his companions told me* that on the day before his death he invited them to come to him ...... The Sheikh embraced me. (33)

(33) P. 197.

এই বর্ণনার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, ইহা হইতে কোন তথ্য নির্ণয় করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, "আল্ নহুরল্ আখজর" নদী ও শুর্ম্মানদী অভিন্ন বলিয়া কর্ণেল সাহেব ঠিক করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"It is possible that the name of the river Surma suggesting the black collyrium so called, may have originated the title used by Ibn Batutah (34)

প্রাচ্যনামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অন্বেষণ স্পৃহা এই নূতন নহে। আসাম অঞ্চলে একটী "কৃষ্ণজোয়া" নদীর পরিচয় উপলক্ষে এই কর্ণেল সাহেবই অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া ইংরেজ ও ফরাসীদিগের ভিতরে এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ জাতীয় কলহে পরিণত হইয়াছে ("Degenerated

(34) Vide, Cathay and the Way Thither p 517,

into a national dispute") ; ঘটনা টী এইরূপ,— Oueii Yuann নামক একজন চীনদেশীয় ঐতিহাসিক "Cheng-vou-tci" নামক গ্রন্থে "Le Grand Tei ı ı-ohe-tciang" (স্বর্ণরেণু প্রবাহিনী) নামে একটী বৃহতী নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আরোও বলিয়াছেন যে উক্ত নদী "Eau Noire" (কৃষ্ণতোয়া) নামেও কথিত হয়। কেহ বলেন যে এই নদী ব্রহ্মপুত্র, অপর কেহ বলেন ইহা ইরাবতী, এবং সর্ব্বশেষ Imbou t Calliet সাহেব বলেন যে, ইহা মেকিযং কিংবা সেলুয়েন্ নদীও হইতে পারে (৩৫)। আসাম ও চীনের সীমান্ত দেশে একটী নদীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়, অর্দ্ধ শতাব্দীর বাদানুবাদের পরেও যখন কিছু ঠিক হয় নাই, এবং পণ্ডিতেরা যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে

(35) Vide . Co qu te (n I, ı ı te in Journal Asia iq ie Paris, 1878.

ইহা বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহা-সাগরের ভিতরে যে কোনও একটী নদী হইতে পারে, তখন "আল নহরল্ আখজর" বলিতে আবার ঐ পণ্ডিতদিগের নির্দ্দেশানুসারে নিঃসন্দেহে ইহাকে শুর্মানদী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিনা বিশেষতঃ, 'হাবাঙ্ক নগরের স্থাননির্দ্দেশে, ইয়ুল সাহেব ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। আমরা এখন 'হাবাঙ্ক' নগরের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিব

কর্ণেল সাহেব বলেন, 'হাবাঙ্ক' নগর শ্রীহট্ট সহর তাঁহার যুক্তি এইরূপ,—শাহাজলাল চারি-স্থানে তাঁহার অনুচর পীরদিগকে স্থাপন করেন যথা (১) শ্রীহট্ট, (২) শ্রীহট্ট সহরের ছয়মাইল উত্তরে চেঙ্গেরখালের তীরে, (৩) চরগোলা টীলাতে এবং (৪) হাবাঙ্গীয়া টীলাতে হাবাঙ্গীয়া টীলার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, 'কেহ কেহ' উহাকে দিনারপুরের পাহাড় বলিয়া মনে করেন। শ্রীহট্ট জিলার

দিনারপুর পরগণার কাছে হাফানিয়ার টীলা বলিয়া একটা ক্ষুদ্র গিরিরেখা ছিল, এবং এই 'হাফানিয়া' কথাটী শব্দতত্ত্ববিদ্‌দিগের চাতুর্য্যে পর-পর 'হাবাঙ্গীয়, 'হাবাঙ্গ, 'হাবাঙ্ক' ও সর্ব্বশেষ পাদ্রী লি সাহেবের যবঙ্ক' শব্দে পরিণত হইয়া শ্রীহট্ট জিলার সহিত একস্থান বাচক হইয়া পড়ে। ইহাই কর্ণেল সাহেবের সিদ্ধান্ত ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ত্রিকোণমিতি জরিপের সময়ে ও আবাঙ্গির টীলা বলিয়া একটী স্থানের নির্দ্দেশ হইয়াছে ইহা উল্লেখ করিয়াও তিনি আপন যুক্তির সমর্থন করেন।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, ৪০৫০ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র একটী পাহাড়ের নামে শ্রীহট্ট জিলা পরিচিত ছিল---ইহা সম্ভবপর নহে। 'যবঙ্ক' শব্দকে 'যবনক' অর্থাৎ যবনাধিকৃতদেশ বলিয়া পরিচয় দিলেও চলে না, কারণ শ্রীহট্ট তখনও হিন্দুর অধীন। তারপর শ্রীহট্ট সহর অতি পুরাতন সহর, পীঠস্থান

বলিয়া এই নামেই পুরাণাদিতে অভিহিত হইয়া আসিতেছে ইহার অপর নাম 'শ্রীক্ষেত্র' ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে না হউক, অন্ততঃ M Vivien de St Martin সাহেবের গ্রন্থেও কর্ণেল সাহেব ইহা জানিতে পারিতেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসং এর সময়েও, শ্রীহট্ট সহর বিদ্যমান ছিল তিনি 'শিলেচতাল' বলিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

Cunningham সাহেব বলেন,

' Shi-le-cha-talo, which was situated in a valley near the great sea to the N. E. of Samatata. The name is probably intended for Sri hat a or Sylhet to the N E of the Ga getic Delta. This town is situated n the va ley of the Megna river, and although it is at a considerable distance from the sea, it

seems most probable that it is the place intended by the pilgrim. (36)

সুর্ম্মানদীর পারে শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ৪০ মাইল উপরে ভাঙ্গার বাজার বলিয়া একটা স্থান আছে। প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে ইহা 'বঙ্গ' বলিয়া পরিচিত ছিল (৩৭)। বঙ্গ শব্দ 'হাবাং' শব্দের অপভ্রংশ—ইহা কর্ণেল সাহেবের মত। কিন্তু তন্নির্দ্ধারিত হাবাঙ্গীয়ার টীলা ও বঙ্গ প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইবন্ বোতত্তা বলেন,

When, however I had bid farewell to Sheikh Jalaluddin, I traversed to the city of Jabarik, which is very large and beautiful. It is divided by the river which descends from the mountains of Kamru called the Blue River. By descending this, one may travel to

(36) Ancient Geography of India vol. I p. 503

(37) Rennell's Memoir of Hindustan.

Ben d a d t e countries of Lakhnauti. Upo it are gardens, mills and villages wh ch it refreshes and gladdens like the Nile of Egypt (38)

সহরের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা পড়িয়া হাবাঙ্ককে অপাততঃ শ্রীহট্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, অপিচ শ্রীহট্ট সহর তখন শূর্ম্মানদীর উভয় পারে বিদ্যমান ছিল শাহাজলালের সময়ে নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত বর্ত্তমান 'ঝালপাড়া' একটী ক্ষুদ্র সহর ছিল। তবে 'বঙ্গ', 'হাবাঙ্গ', বা আধুনিক "ভাঙ্গার বাজার" শাহাজলালের পীঠস্থান শ্রীহট্ট সহর হইতে উজানে অবস্থিত। শাহাজলালের পীঠস্থান হইতে 'বঙ্গ' যাইতে হইলে সোনারগাঁ অভিমুখে যাওয়া যায় না; বিশেষতঃ, শূর্ম্মানদী কামরূপের (খাসিয়া ও জয়ন্তিয়ার) পাহাড় হইতে বাহির হয় নাই. এই অবস্থায়

(38) Lee, pp 197-8.

'হাবাঙ্ক', 'বঙ্গ', ও 'শ্রীহট্ট' এক জিলার নানাজায়গার নাম হইলেও বোতভার সেখ জালালুদ্দীন আরও উজান দেশের—কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলের, কিংবা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত কোনও পাহাড়ের—অধিবাসী ছিলেন তিনি শ্রীহট্টের শাহজলাল হইতে পারেন না ; কর্ণেল সাহেবের বর্ণনা হইতে ইহ ই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত।

পরন্তু সৌমার দেশ হইতে আগত আসামের রাজা চুকাফার ইতিহাসে আমরা হাবুঙ্গ নগরের উল্লেখ দেখিতে পাই। তিনি মুংকং দেশ হইতে চোমদেও হরণ করিয়া বর্ত্তমান আসামের নানাস্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক নাগাদিগের সহিত রণ করিয়া নামরূপ গমন করেন। বর্ত্তমান লখীমপুর জিলায় নামরূপ একটী রেলওয়ে ষ্টেশন। তিনি 'একবৎসর কাল নামরূপে অবস্থানের পর (১২২৮খৃঃ-১২৪২খৃঃ) তিপাম, সংগুড়ি, হাবুঙ্গ ও সিমুলগুড়ি এই সকল

স্থানে স্থানে দুই তিন বৎসর থাকিয়া সেই সেই স্থানের নীতিধারা বুঝিয়া শিবসাগর অন্তর্ভুক্ত চরাই-দেও পাহাড়ে নগর স্থাপন করেন'। যাহারা বীরত্বে, 'অসম' ছিল, যাঁহাদের নামে একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ আজিও "আসাম' বলিয়া পরিচিত হইতেছে, চুকাফা সেই আহোম জাতির নেতা ও সর্ব্বপ্রথম রাজা। তিনি নীতি শিক্ষার জন্য যে নগরে কালযাপন করিয়াছিলেন, সেই হাবুঙ্গ নগরের ঐশ্বর্য্যের চিত্রই বোড়তাব লেখনীমুখে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্টের চিত্র নহে।

এই হাবুঙ্গনগর দিহিং নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কারণ ১৩৮০ খৃঃ অব্দে আসামের রাজার অগর্ভা ছোট রাণীকে সপত্নীর আক্রোশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বুড়া গোহাই ডাঙ্গরিয়া "ভুঁরত তুলি সেই কুঁওরিক দিহিঙ্গত উটাইদিলে" অর্থাৎ সেই রাণীকে ভেলা বান্ধিয়া দিহিং নদীতে ভাসাইয়া দিল;

তেলা আসিয়া হাবুঙ্গ সহরে ঠেকিল (৩৯)। পরিশেষে চুড়াঙ্গফ (ওরফে বামনী কুঁয়র) নামক, ছোটরাণীর গর্ভসম্ভূত ব্রাহ্মণপ্রতিপালিত রাজা হাবুঙ্গ সহর হইতে বাহির হইয়া অরাজক পূর্ণ অসমরাজ্যে ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে শান্তি স্থাপন করেন। এই সকল ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, কামরূপ রাজ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বোতরার আগমন সময়ে হাবুঙ্গ, একটী অপ্রসিদ্ধ নগর ছিলনা। বিশেষতঃ দিহিং নদী বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া সোনার-গাঁ ও যাওয়ার পথ খুব প্রশস্ত ছিল এই অবস্থায় কষ্ট কল্পনার আশ্রয় না নিয়া শ্রীহট্টকে হাবুঙ্গ বা হাবঙ্ক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিন। যে তিনটি নামের—নদী, নগর, ও পীরের নামের—সহায্যে ক্যর্ণেল সাহেব আপন মত স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার তিনটীই অসম্ভব কল্পনা। ইবন্

(৩৯) Vide : Assam Buranji pp 11-14.

বোতভা শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন নাই— ইহাই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব বোতভার কাহিনী পরিত্যাগ করিলে, ও ১৩৫৩—৫৬ খৃঃ অব্দে শাহাজলাল শ্রীহট্টে আসিযাছিলেন বলিয়া স্থির করিলে, বর্ত্তমানে জ্ঞাত অপর কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারেনা।

শিলালিপি।

শাহাজলালের মন্দিরে আজ পর্য্যন্ত সাতটী প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটী য়ুসুফশাহী শিলালিপি বলিয়া অভিহিত হয় য়ুসুফশাহী লিপি সুন্দর তুগ্রা অক্ষরে লিখিত, ইহার অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা পড়িতে পাওয়া যায় তাহার অনুবাদ এইরূপ,

Abu Muzaffar Yusuf Shah, son of Barbekshah, the King son of Mahmud Shah, the King, may God perpetuate

his rule a d Ki gdom ! A l tl e buil-der is t e great a d x ted M j s, the Wazir (Dastur), who exc lls l is elf in good deeds a d pious a ts the M j s-i-Ata—may God preserve him agai st the ev ls a d .. ..

উপরে ব্লোকম্যান সাহেবের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। শিলালিপির অবশিষ্ট অংশ ষ্টুয়ার্ট সাহেবের আদেশে ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে, প্রাচীরগাত্র হইতে সম্প্রতি বাহির করা হইয়াছে তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, ৮৭৫ হিঃ অব্দে ১৪৭০ খৃঃ অব্দে মুজফসা যখন শ্রীহট্টের নবাব ছিলেন তখন তাঁহার আদেশে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এই লিপিতে বর্ণিত মন্দিরনির্ম্মাণকারী 'মজলিস্' কে? শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন যে,

"কথিত আছে দিল্লীর আকবরসাহ ঈশাখাঁকে 'মসনদ আলী' উপাধি প্রদান করিয়া দ্বাদশ পরিষদ-

সহ এতদ্দেশে (ময়মনসিংহ অঞ্চলে) প্রেরণ করেন এই দ্বাদশজন মধ্যে চারজন গাজি ও চারিজন মজলিস বংশীয় পরিষদ ছিল। ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর গাজিগণ সেরপুর ও ভাওয়াল পরগণা এবং মজলিসগণ নসিরুজিয়াল ও খালিয়াজুরী পরগণা গ্রহণ করেন " (৪০)

খালিয়াজুরী পরগণা সরকার 'বাজুহা'র ভিতরে ছিল এবং সরকার বাজুহার অংশবিশেষ শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল (৪১) শ্রীহট্টের দরগ নির্ম্মাণকারী প্রতাপশালী মজলিস ঈশাখাঁর সমকালীন লোক বলিয়া প্রচলিত কথা, হয়তঃ, ভিত্তিহীন হইবে।

দ্বিতীয় শিলালিপি হুসেন শাহের সময়ে ৯১১ হিজিরিতে (১৫০৫ খৃঃ অব্দে) খোদিত হয় ; ইহার অনুবাদ এইরূপ,

৪০) ময়মনসিংহের বিবরণ ২৭ পৃঃ
(41) J A S B 1873.

"In the name of God, the merciful and the clement! He who ordered the erection of this blessed building attached to the house of benefit (Si at) may God protect it against the ravages of time!—is the devotee the high, the great ... ... Sheikh Jalal, the hermit of Kanye—may God Almighty sanctify his dear secret! It was built during the reign of Sultan 'Alauddunya Waddin Abue Muzaffar Hussain Shah, the King, by the great Khan, the exalted Khaqan, Khalic Khan, keeper of the word-robe outside the palace, Commander and Wazir of the District Mu'azzamabad. In the year *911 (A. D. 1505)*." *(41)*

এই লিপিতে বর্ণিত মুয়াজমাবাদ সহরে বাঙ্গালার সাতটী টাকশালার অন্যতম টাকশালা ছিল।

সুলতান সিকন্দর কর্ত্তৃক এই নগর ৭৫৮-৫৯ হিজরিতে অর্থাৎ ১৩৫৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া টমাস সাহেব অনুমান করেন। (৪২) ইহা সম্ভবপর; কারণ ১৩৫৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্টবিজয়ের পরে অল্প-কালের মধ্যে সুলতান সিকন্দরের নৌকা "ভাটি" অঞ্চলে জলমগ্ন হইয়াছিল, 'সুহেল-ই-এমন' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে এই ঘটনা নসিরুদ্দীন চিরাগীর মৃত্যুর পরে ঘটিয়াছিল। মুয়াজমাবাদ সোনার-গাঁয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল, এবং 'ভাটি, প্রদেশও (শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী জলা-ভূমি) সোনারগাঁয়ের পূর্ব্বেই অবস্থিত রহিয়াছে।

মুয়াজমাবাদ কোথায় অবস্থিত তাহা ঠিক্ হয় নাই। ৭৬০ হিজরিতে ইহা "ইক্লিম মুয়াজমাবাদ" বলিয়া কথিত হইত, এবং ৭৮০ হিজরিতে ইহা "ইল্‌মুয়াজম্ মুয়াজমাবাদ বল্‌দাই" অর্থাৎ "মহা-

(42) Vide . Pathan Kings P 253.

নগরী মুয়াজ্জমাবাদে” পরিণত হয়। Blochmann সাহেব বলেন,

"The name occurs on coins and on Sunergaon inscriptions, once in conjunction with Laur, and once with Tipperah and it seems, therefore as if the 'Iqlim" extended from the Megna to N E. Mymensingh and right bank of the Surma."

লাউড়ের সহিত মুয়াজ্জমাবাদের নাম কি রকমে যে একত্র লিখিত হইত তাহা বিবেচ্য। অদ্বৈতাচার্য্য নবগ্রামে ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার পিতা কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন এই দিব্যসিংহই বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্যভার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং 'লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস' নামে বৈষ্ণব সাধক ও লেখকদিগের ভিতরে একজন প্রধান

ব্যক্তি হইয়া উঠেন অদ্বৈতের বাল্যলীলা শেষ হইবার পরে দিব্যসিংহ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং লাউড়রাজ্য তখন ও স্বাধীন ছিল, ইহা শ্রীহট্টের লোকের ধারণা ইতিহাসে ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় আকবরের সময়ে লাউড প্রথম মুসলমান অধিকার ভুক্ত হয়, অতএব মুসলমানাধিকৃত মুয়াজমাবাদের তঙ্কায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত যে হিন্দুরাজ্য স্বাধীন ছিল তাহার নাম কেন রহিযাছে বুঝিতে পারিনা ; এবং ত্রিপুরার নামই বা কেন থাকিবে, তাহাব ও আলোচনা হওযা উচিত তৃতীয় শিলালিপি আরবি অক্ষরেও পারস্যভাষায লিখিত —ইহাব তারিখ জানা যায়না। চতুর্থ শিলালিপি দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, সৈয়দ জলাল নামক জনৈক ব্যক্তি ১০৭৪ হিঃ অব্দে (১৬৬৪ খৃঃ অব্দে) একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বড় গুম্বুজে একটী লিপি খোদিত রহিয়াছে, তাহা

দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ফরহাদখাঁ ১০৮৮ হিঃ অব্দে ঐ গুম্বুজ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ফরহাদখাঁ প্রখ্যাত-নামা নবাব সায়েস্তাখাঁর অধীনে শ্রীহট্টের আমিল নিযুক্ত হন ; তৎপরবর্ত্তী নবাব ফেদাইখাঁর ও সুলতান মহম্মদ আজিমের সময়ে ও তিনি শ্রীহট্টের আমিল বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রায়নগরের গোয়ালিনীছড়ার উপরে ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত পুলে তাহার শিলালিপি এখন ও বিদ্যমান আছে ; এবং এই পুলের দ্বারা তাঁহার স্মৃতি আজিও লোক সমাজে সজীব রহিয়াছে এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের আরো ও নানাস্থানে তৎপ্রতিষ্ঠিত বহুতর স্থাপত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের স্থায়ী সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কল্পে তাঁহার আয়াস ও অর্থব্যয় চিরস্মরণীয়। আর একটী শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাংলার স্বাধীন নবাব আলিবর্দ্দির আমলে ফৌজদার বাহারাম শাহা ১১৫৭ হিঃ অব্দে দক্ষিণের মন্দিরটী

প্রস্তুত করাইয়া দেন। এতদ্‌পূর্ব্বে নবাব ঔরঙ্গজীবের আমলে ১১১০ হিঃ অব্দে আমিল মীর আব্দুল্লা সিরাজ একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বে শ্রীহট্টে মুসলমান কর্ম্মতৎপরতার পরাকাষ্টা সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

শাহাজলালের বিষয় আরোও দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। একটা কথা আছে যে, শাহাজলাল মজররদের সহিত আরোও তিন জন শাহাজলাল শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন: (১) শাহাজলাল তাব্রিজি, (২) শাহাজলাল বোখারী, (৩) শাহাজলাল গঙ্গারওয়া ইহা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারিনা একজন তাব্রিজীর মন্দির পাণ্ডুয়াতে রহিয়াছে- তিনি চিরকুমারের প্রায় ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে ১২৪৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত

হন, ইহাতে তাঁহকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু পাণ্ডুয়ার তাব্রিজির গুরুভক্তির বিষয় যেসকল ঘটনার উল্লেখ আছে মজররদের অনুচর তাব্রিজির বর্ণনা ও সেইরূপ। এই অবস্থায় আবার দুই ব্যক্তিকে ভিন্নলোক বলিয়া মনে হয়না। তারপর মজরবদের গুরুর গুরু প্রশ্যার্ত্তনামা শাহা-জলাল বোখারী যে মজববদের অনুচর হইয়া শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নহে—তবে শাহা-জ-ালের ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া শ্রীহট্টে অবস্থানের সময় দেশ দর্শনের জন্য শ্রীহট্টে আসিতেও পারেন—ইহা অসম্ভব নহে বিশেষতঃ সাংসারিক সম্বন্ধে ও 'বোখারী' 'মজররদের' মাতামহ ছিলেন। পরন্তু রংপুর জিলার কসবা নামক স্থানে একটী প্রাচীন দরগা আছে, ইহা জনৈক শাহাজলাল বোখারীর সমাধি মন্দির বলিয়া কথিত হয়। মুলতানে ও আগ্রায় আর দুই জন বোখারীর সমাধি রহিয়াছে

বটে, তবে মুলতানের ও আগ্রার বোখারীদিগের ভিতরে কেহ শাহাজলালের অনুচর ছিলেন না, ইহাই আমাদেব বিশ্বাস। গঞ্জরওয়া' যে কে ছিলেন, তাঁহার বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার সমাধি রহিয়াছে বলিয়া কেহ ২ বলিয়া থাকেন

শাহাজলালের সঙ্গে মলঙ্গের ফৌজ আসিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। রঙ্গপুরেব রাজা নীলাম্বর ইসমাইল গাজির অধীনস্থ ফৌজের আক্রমণ হইতে স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য কোমতপুর হইতে ঘোড়াঘাট অবধি বহুতর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এই সকল দুর্গ অদ্যাবধি মলঙ্গ দুর্গ বলিয়া কথিত হয়। ইসমাইল গাজি বার্ব্বক শাহার অধীনে এক জন সেনানায়ক ছিলেন। শাহাজলালের মসজিদে বাংলার নবাব বার্ব্বক শাহের সময়ের ১৪৭০ খৃঃ অব্দের খোদিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; পরন্তু

দিনাজপুর জিলায় গোপালগঞ্জের মসজিদে জনৈক বার্ব্বক শাহের নামাঙ্কিত আর এক খানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহার তারিখ ১৩৬৫ খৃঃ অব্দ। এই অবস্থায় শেষোক্ত বার্ব্বক শাহ বলিতে বাংলার নবাব ভিন্ন অপর কোন ও ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। ইসমাইল গাজির কবর দিনাজপুর জিলার ঘোড়াঘাট নামক স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে বোধহয় ইসমাইল গাজি দিনাজপুরের বার্ব্বক শাহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে জীবিত ছিলেন, ইহা সত্য হইলে শাহাজলাল ও ইনি এক সময়ের লোক, তাহা আমরা এখন অনেকটা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ শাহাজলালের শ্রীহট্ট বিজয়ে গৌড়গোবিন্দের ভীরুতার অপবাদ দিতে পারেন—কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। সমালোচক-দিগের মনে রাখিতে হইবে যে, শাহাজলাল ও

গৌড়গোবিন্দ উভয়েই প্রাচ্যদেশের অধিবাসী, সত্য-প্রিয়তা ও ব্যক্তিগত বীরত্বের সম্মান চিরকালই এদেশে আদর্শ স্থানীয় বলিয়া আদৃত হইয়া আসি-তেছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে অনেক যুদ্ধের মীমাংসাই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে যাহারা এগারসিন্ধুর দুর্গের প্রাঙ্গনভূমে হিন্দুস্থানবিজয়ী বীর মানসিংহের লাঞ্ছনার কথা জানেন, তাহারা গৌড়-গোবিন্দকে ভীরুতার অপবাদ দিতে পারেন না। মুসলমানেরা লৌহধনুতে গুণযোজনা করিতে পারিলে হিন্দুরাজা পরাজয় স্বীকার করিবেন—এইরূপ 'বাজি' রাখিয়া শেষে তাহা পালন করিতে গিয়া গৌড়-গোবিন্দ হিন্দুর সত্যপ্রিয়তা, বীরত্বের আদর্শ ও ত্যাগ স্বীকারের এমন একটী সুরম্যচিত্র ব্যক্তিগত জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহা বস্তুতঃ গৌরবের জিনিস।

শাহাজলাল মজবরদ্ (১) ১৩২৫ খৃঃ অব্দে

পরলোকগত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ১৩৫৪ খৃঃ অব্দে (২) সুলতান সিকন্দর ও নসিরুদ্দীন চিরাগীর একযোগে শ্রীহট্ট জয় করেন, (৩) শ্রীহট্টে ৩০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৩৮৪ খৃঃ অব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন—এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলে প্রচলিত কাহিনীর অধিকাংশের সহিত কোনও বিরোধ থাকেনা। শাহাজলালের ইহাই প্রকৃত ইতিহাস— তিনি S uil-i- Yo non গ্রন্থানুযায়ী —৫৬১ হিজরীতে প্রাণত্যাগ করেন নাই। ইবন বোতুতার সহিত তাঁহার শ্রীহট্টে সাক্ষাত হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে ও শ্রীহট্টে মুসলমান ছিল। তিনি শ্রীহট্টে সর্ব্বপ্রধান স্থায়ী মহম্মদীয় ধর্ম্মপ্রচারক—সর্ব্বপ্রথম আগন্তুক নহেন

এইস্থানে সত্যের অনুরোধে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলামনা। শ্রীহট্ট

মুফ্‌তি বংশের কৃতিসন্তান গাথারকান্দির সব-রেজিষ্টার সাহেব ইংরাজী ভাষায় শাহাজলাল সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ণ করিয়াছেন ইহা অমুদ্রিতাবস্থায় আজ কয়েক দিন হইল আমার হস্তে আসিয়াছে শ্রীহট্টে কিরূপ ভাবে মুসলমানধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং শাহাজলাল কোন্ বৎসরে শ্রীহট্টে আগমন করেন এই পুস্তিকায় তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মুফ্‌তি সাহেবের মতে ১৩৫৮ খৃং অব্দে শাহাজলাল শ্রীহট্টে আগমন করেন তবে এই তারিখের সহিত দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ সাপুর ও খিৰ্কীর মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোল্লিখিত শিলালিপির সামঞ্জস্য নাই। মুফ্‌তি সাহেবের গ্রন্থ বহুতথ্য পূর্ণ, তবে তাঁহার পুস্তকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রবৃত্তি (Spirit of Historic Researc) রক্ষিত হয় নাই তারিখ সম্বন্ধে এই সামান্য প্রভেদ ভিন্ন তাঁহার সহিত আমাদের মতবিরোধ অন্য বিশেষ কিছুই নাই।

মুফ্‌তি সাহেবের গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় অ র একটী বিষয়ে মুফ্‌তি সাহেব আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ আলোক প্রদান করিয়াছেন তৃতীয় শিলালিপির তারিখ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ইহা মোগলরাজত্বের পূর্ব্বে (Pre-Moghul period) খোদিত হইয়াছিল, কারণ আরবী অক্ষরে পারশ্য ভাষা লিখা ঐ যুগেরই বিশেষ লক্ষণ ছিল। তাঁহার পুস্তকের দুইটী কথা এই প্রবন্ধশেষে উল্লেখ করিলাম বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক শাহাজলাল প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

সমাপ্ত

LIBRARY